



Script By

Sajjad Hossain Shipon

আমার সোনার বাংলাদেশ

বাংলায় একটা প্লাবন প্লাবিত আছে, যার ঘর কাঁচের, তার উচিত নয় অনেক ঘরে ঢিল ছোড়া।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের কিছু মানুষ যখন-তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ বা যুদ্ধের হুমকি দিতে পিছপা হন না। কিছু প্রশ্ন হলো—আমরা কি নিজেদের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন? আমাদের সামরিক সঙ্কমতা, অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা দূর্বল আর দুর্বিশুদ্ধ, তা কি আমরা সত্যিই বুঝি?

গত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ৩০টি সামরিক বিমান দুর্ঘটনার রেকর্ড পাওয়া যায়, যার অধিকাংশই ঘটেছে প্রশিক্ষণের সময়। প্রতি দশকে হারিয়েছি এই দেশের কিছু সেবা মেধাবী, দেশপ্রেমিক পাইলটকে। দুঃখজনকভাবে, এসব প্রাণহানি যেন অনেকের কাছে শুধুই সংখ্যার খেলা। নয়তো একই ধরনের ভুল বারবার কেন ঘটেছে? প্রশ্ন উঠতেই পারে কুটিটা কি যন্তে, না আমাদের গোটা ব্যবস্থাপনাতেই?

আমরা দেখছি, দেশের সামরিক বাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম এখনো চীন থেকে আমদানি করা হয়—যাদের অনেক অস্ত্র ও যুদ্ধযান নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অথচ এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যেন আমাদের নিয়তিতে পরিণত হয়েছে।

এক দশক আগের কথা মনে করুন বিগত সরকার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে চীন থেকে দূর্বল মানের সারমেটিন কিনে জনগণকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে বাংলাদেশ এখন তিন মাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের পথে। সেই প্রচারণা দেখে মনে হয়েছিল, আমরা যেন এশিয়ার নতুন পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছি।

অথচ বাস্তবতা হলো, যখন বিশ্বের দেশগুলো পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধ প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায়, আমরা তখনও পুরনো ফ্রেমওয়ার্কে আটকে।

ঢালা হয়েছিল দেশ গরিব , তাই যতটুকু আছে, তাই দিয়েই চলতে হতে। অথচ সেই "গরিব" দেশের সরকারের আমলে মুজিব স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণে খরচ হয় হাজার কোটি টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুজিব কর্নার তৈরিতে ৩০০ কোটির বেশি, মুজিব বর্ষ পালনে ব্যয় হয় প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। শুধু কিছু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই খরচ হতো ১০ থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত। এই তথ্যগুলো ভাবলে মাথা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক।

আর যদি আপনি ভাবেন এসব ক্ষতি শুধু কিছু কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ, তাহলে জানিয়ে রাখা ভালো গত ১৬ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়েছে আনুমানিক ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২ শত ৩৫ কোটি টাকা। যা দিয়ে তৈরি করা যেত ৩৭টি পদ্মা সেতু, অথবা সারা বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষকে এক বছরের জন্য খাওয়ানো যেত।

এতসব অপচয়, দুর্নীতি, এতৎ পরিকল্পনার অভাবে আজ আমাদের সাহসী সৈনিকদের জীবন পড়ছে হুমকির মুখে। প্রশিক্ষণের মতো স্পর্শকাতর কর্মকাণ্ড জনবহুল এলাকায় কেন পরিচালিত হয়? কোনো বিমানঘাঁটির পাশে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে কি নেই কোনো সিস্টেমের ব্যর্থতা?

বিধ্বস্ত ব্যবস্থার ভার বহিতে হচ্ছে সেইসব তরুণদের, যারা জীবন দিয়ে দেশ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের জীবনের দাম কি এতই কম যে একে বারবার দুর্ভিক্ষে ফেলা হবে বাজে পরিকল্পনার দায়ে?

আমাদের জেগে উঠতে হবে। প্রশ্ন তুলতে হবে। সিস্টেমের গলদগুলো খুঁজে দেব করতে হবে আমাদেরই— আপনার, আমার, আমাদের সবার।

Let's Repair Bangladesh Together BD